

40608 - হায়েয়গ্রস্ত নারী মীকাত থেকে হজের শেষ পর্যন্ত যা করবেন

প্রশ্ন

কোন নারী হজের দিনগুলোর শুরুতে মকায় প্রবেশ করার পূর্বে যদি তার মাসিক শুরু হয়ে যায় তাহলে তিনি কি করবেন?

প্রিয় উত্তর

যদি কোন নারী হায়েয় অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করেন এবং তিনি হজ পালনে ইচ্ছুক হন তাহলে তিনি মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধবেন। এরপর তিনি মকায় এসে হজের যাবতীয় আমল সম্পাদন করবেন; শুধুমাত্র বাযতুল্লাহ্ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সাঁজ (প্রদক্ষিণ) করা ব্যক্তিত। তিনি হায়েয় থেকে পবিত্র হয়ে এ আমল দুটো পালন করার জন্য রেখে দিবেন। ইহরাম করার পর তাওয়াফ করার পূর্বে যার হায়েয় শুরু হয়েছে তিনিও এভাবে করবেন।

আর যিনি তাওয়াফ করার পর তার হায়েয় শুরু হয়েছে তিনি হায়েয় অবস্থাতেই সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সাঁজ করবেন।

স্থায়ী কমিটির আলেমগণকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

হায়েয়গ্রস্ত নারীর হজ করার হুকুম কী?

জবাবে তাঁরা বলেন:

“হায়েয় হজ আদায়ে প্রতিবন্ধক নয়। হায়েয় অবস্থায় যে নারী ইহরাম বাঁধেন তিনি হজের সকল আমল সম্পাদন করবেন; শুধু বাযতুল্লাহ্ তাওয়াফ করা ব্যক্তিত। তাঁর হায়েয় শেষ হওয়ার পর ও গোসল করার পর তিনি বাযতুল্লাহ্ তাওয়াফ করবেন। নিফাসগ্রস্ত নারীর হুকুমও একই রকম। যদি হায়েয়গ্রস্ত নারী হজের রূক্ণসমূহ আদায় করেন তাহলে তার হজ সহিহ।”[ফাতাওয়াল লাজনাহ্ আদ্দায়িমা লিল বুহস আল-ইলমিয়া ওয়াল ইফতা (১১/১৭২, ১৭৩)

শাহী মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন বলেন:

“যে নারী হজ আদায় করতে চান তার জন্যে ইহরাম না বেঁধে মীকাত অতিক্রম করা জায়ে হবে না; এমন কি সে নারী যদি হায়েয়গ্রস্ত হন তবুও। কেননা তিনি হায়েয়গ্রস্ত হলেও ইহরাম বাঁধবেন এবং তার ইহরাম বাঁধা শুন্দ হবে। দলিল হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিদায় হজ পালনের উদ্দেশ্যে যুল হুলাইফাতে অবস্থান করছিলেন তখন আবু বকর (রাঃ) এর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) সন্তান প্রসব করলেন। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে লোক পাঠালেন: তিনি কি করবেন? তখন তিনি বললেন: আপনি গোসল করে নিন, একটা কাপড় বেঁধে নিন এবং ইহরাম করুন।

নিফাসের রক্ত হায়েয়ের রক্তের ন্যায়। তাই যে ঝুতুবতী নারী উমরা কিংবা হজ্জ পালনের উদ্দেশ্য নিয়ে মীকাত পার হচ্ছে আমরা তাকে বলব: আপনি গোসল করে নিন এবং একটা কাপড় বেঁধে নিন এবং ইহরাম করুন। استئنفار শব্দটির অর্থ হচ্ছে- লজাস্থানের উপরে একটা কাপড় বেঁধে নিবে। এরপর হজ্জ কিংবা উমরার ইহরাম করবে। কিন্তু, সে নারী মকায় পৌঁছার পর পবিত্র হওয়ার আগে বায়তুল্লাহতে আসবে না এবং তাওয়াফ করবে না। যেহেতু আয়েশা (রাঃ) যখন উমরা পালনকালে হায়েয়গ্রস্ত হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন: “একজন হাজী যা যা করে তুমিও তা তা করবে তবে, পবিত্র হওয়ার আগে বায়তুল্লাহত তাওয়াফ করবে না।” এটি সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমের বর্ণনা। সহিহ বুখারীর অপর বর্ণনাতে আছে আয়েশা (রাঃ) বলেছেন: “তিনি যখন পবিত্র হয়েছেন তখন তিনি বায়তুল্লাহত তাওয়াফ করেছেন ও সাফা-মারওয়া সাঁজ করেছেন”। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন নারী যদি হায়েয অবস্থায় ইহরাম বাঁধেন কিংবা তাওয়াফ করার আগে তার মাসিক শুরু হয় তাহলে তিনি পবিত্র হওয়া ও গোসল করার আগে তাওয়াফ করবেন না এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঁজ (প্রদক্ষিণ) করবেন না। আর তিনি যদি পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করে থাকেন, কিন্তু তাওয়াফ শেষ করার পর তার মাসিক শুরু হয় সেক্ষেত্রে তিনি উমরার আমল চালিয়ে যাবেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঁজ করবেন; এমন কি হায়েয অবস্থা সত্ত্বেও। তিনি মাথার চুল ছোট করে উমরার কাজ সমাপ্ত করবেন। কেননা সাফা-মারওয়া পাহাড়েয়ে সাঁজ করার ক্ষেত্রে পবিত্রতা শর্ত নয়।

[সিন্তুনা সুআলান ফিল হায়য়ি (সুআল: 54)]

আল্লাহত ভাল জানেন।